আইস এইজ ঃ তুষারযুগের ফিরে আসা

নতুন করে সিনেমার পর্দা কাঁপাতে 20th Century Fox রিলিজ করতে যাচ্ছে কম্পিউটার এনিমেটেড ছবি ‘আইস এইজ’। অন্যান্য যে কোন কম্পিউটার এনিমেটেড সিনেমা থেকে আইসএইজ যথেষ্ট ভিন্ন বিশেষ করে তার প্রোডাকশন কোয়ালিটি, রিয়েলিস্টিক এনিমেশন এবং ক্যারেক্টার জেনারেশনের কারণে। এই ছবিটি চারটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীকে কেন্দ্র করে ম্যামথ, স্লথ, দাতাল বাঘ এবং স্কুয়ারেল নামের এক প্রাণী।

গল্পের কাহিনী মূলতঃ এই চারজন প্রাণীকে ঘিরে যাদের কাজ থাকে কুড়িয়ে পাওয়া এক মানব শিশুকে তার অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসা। নিউ ইয়র্কের ব্লুস্কাই স্টুডিও থেকে তৈরী এই ছবিটি ফক্স এবং ব্লু স্কাই উভয়ের তরফে একত্রে তৈরী প্রথম সম্পূর্ণ কম্পিউটার জেনারেটেড সিনেমা। এর আগে এই খাতে পিক্সার এবং ডিজনী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও নামী কোম্পানী ফক্স চিরায়ত সিনেমা প্রযুক্তিতেই এই পর্যন্ত সিনেমা তৈরী করে আসছিলো। ইতিমধ্যে বাজারে একাধিক এনিমেশন ফিল্ম মুক্তি পেলেও আইস এইজ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার অভিজ্ঞতা। ক্যারেক্টার এনভারোনমেন্ট এবং এনিমেশন সব মিলিয়ে তাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ কাজই করা হয়েছে কম্পিউটারে।

স্পেশাল ইফেক্টস

প্রতিটি ক্যারেক্টারকে ডিজাইন করা হয় কাহিনীর উপরে ভিত্তি করে। কিরকম এই সব চরিত্রের চেহারা হবে তা থেকে শুরু করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বাহ্যিক অবস্থা সবই চিন্তা করতে হয়েছে ক্যারেক্টার ডিজাইনারকে।

আর এর জন্য তারা আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টোরীর পর্যন্ত সাহায্য গ্রহণ করেছে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের চেহারা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটানো হয়েছে ক্যারেক্টারের পেছনে গবেষণায়। আইস এইজ-এর পরিচালক ক্রিস ওয়েজ তার ক্রুদের বলেন, তোমরা সময় নিতে পারো, যথেষ্ট স্বাধীনতাও পাবে কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে এটি ডাইনোসরদের ছবি না। কারণ ডাইনোসররা তুষার যুগের প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

ক্যারেক্টার সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়ার পরে ডেভলপ টীমের কাজ দাঁড়ায় মডেলিং করা। একই সাথে সত্যিকারের স্কালপচার মডেল এবং তার কম্পিউটার জেনারেটেড ভার্সন তৈরী করা হয়। আইস এইজ-এর একটি খুব বড় বৈশিষ্ট্য হলো অসম্ভব রিয়েলিষ্টিক দৃশ্যায়ন যা আগে লক্ষ্য করা যায়নি।

একজন সাধারণ দর্শকের কাছে সিনেমাটি যে কম্পিউটার জেনারেটেড এফেক্টসের সমষ্টি তেমনি বোঝা একেবারেই সম্ভব নয়। আর এর মূলে রয়েছে ব্লু স্কাইয়ের সচেতন ও কৌশলের সাথে সফটওয়্যারের ব্যবহার। তারা ইন হাউজের বেশ কিছু সফটওয়্যার প্রোডাকশনে ব্যবহার করে। এছাড়া এলিয়াস ওয়েভফ্রন্টের মায়া সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয় এনিমেশনের জন্য। এপলের শেক সফটওয়্যারটি কম্পোজিটর হিসেবে, এভিড এডিটিংয়ে এবং রেন্ডারের কাজে ৫১২ এসজিআই আলফা সার্ভার ব্যবহার করা হয়। তাদের স্টুডিওর নিজস্ব সফটওয়্যারকেই দেখা হচ্ছে সিনেমাটির অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য তৈরীর জন্য।

আশা করা যাচ্ছে কম্পিউটার জেনারেটেড সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এনিমেশন ফিল্মের ক্ষেত্রে পিক্সার ও ডিজনী স্টুডিওর প্রতি নতুন করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে আইস এইজ নামের সিনেমাটি যা ভবিষ্যতের আরো রিয়েলিস্টিক এনিমেশন তৈরীর পথে নতুন পদক্ষেপ হতে পারে।

❐ সাদিক মোহাম্মদ আলম

ক্যারিয়ার বিড়ম্বনা শুধুই ভর্তি হওয়া!

আমাদের দেশের আইটি সেক্টরে কয়েক বছর আগেও যে জোয়ার এসেছিল- এখন তাতে বেশ ভাটা পড়েছে। আইটির এই জোয়ারে তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল আইটিকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেয়ার ক্রেজ। ট্রেনিং সেন্টারগুলো ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গল্পের মত সুন্দর এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালেও বাস্তবে দেখা গেছে ঠিক তার উল্টো চিত্র।

আমরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ট্রেনিং সেন্টারগুলো সম্পর্কে যে তথ্যগুলো পেয়েছি সেটি যেরকম চাঞ্চল্যকর তেমনি ভয়াবহ। এই আইটি ট্রেনিং সেন্টারগুলো শুরুতে যতই সুন্দর কথা বলুক আর ভবিষ্যতের যতই স্বপ্নীল বিবরণ দিক না কেন দেশী বা বিদেশী কোন সেন্টারেই অন্তত বাংলাদেশী ভিত্তিটা খুব একটা শক্ত নয়। তাদের মধ্যকার অব্যবস্থাপনাকেই সম্ভবত এ ব্যাপারে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আর এই অব্যবস্থাপনা একজন ছাত্র ভর্তির শুরু থেকেই শুরু হয়ে যায়। আর শেষ হয় সম্ভবত ভর্তির সময় সোনার চাকরির যে কমিটমেন্ট তারা করেছিল তা ভঙ্গের মধ্য দিয়ে। দায়ী কি শুধুই এসব ট্রেনিং সেন্টার? সম্ভবত না! এজন্য দায়ী আসলে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রায় প্রতিটি মানুষ।

একজন তরুণ যখন শুধুমাত্র আইটি ট্রেনিং ব্যাপারটি কি সেটা জানার জন্য এসব ট্রেনিং সেন্টারে যায় তখন তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, শুরুতেই একটি ফর্ম তাদের দ্বারা পূরণ করিয়ে নেবার মাধ্যমে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে ভড়কে দেয়া হয়। অতঃপর আগে থেকে শিখে রাখা কিছু টেকনিক্যাল টার্মসের গার্গল ভরা বুলি দিয়ে চলে এসব তরুণদের ব্রেইন ওয়াশ। এসব ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসারের মার্কেটিং অ্যাপ্রোচকে শুধুমাত্র টেম্পুর কন্ডাক্টরের ‘একজন’ একজনের সাথেই তুলনা করা যায়। ফলে অনেক তরুণরাই ধারণা করে বসে, এখনই ভর্তি না হলে হয়ত বিশাল কিছু হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা তাড়াহুড়ো করে কোন যাচাইয়ের মধ্যে না গিয়েই ভর্তি হয়ে যায়।

যদি তারা চোখ-কান খোলা রাখত- তবে তারা কোনরকম প্রশ্ন না করেই জানতে পারত, তাদেরকে ইনফরমেশন ডেস্কের দিকে যেতে দেখে বাইরে বসে থাকা কিছু সিনিয়র ছাত্র তাদেরকে ইতিমধ্যেই ‘কুরবানীর ছাগল’ হিসেবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করছে। ভর্তির এ প্রক্রিয়ার মধ্যে অবশ্য অনেক ট্রেনিং সেন্টারই ‘অ্যাপটিচুড টেস্ট’ কিংবা ‘আই কিউ টেস্ট’ নামের একটা পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কোন ছেলে তাতে ফেল করে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেনি, এ দেশের ট্রেনিং সেন্টারের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে এমন নজির নেই। কারণটা খুব সাধারণ। এসব ট্রেনিং সেন্টার এদেশে যা করছে সোজা কথায় তাকে বলে ‘বিজনেস’ অতএব একজন মূল্যবান ‘ছাত্র’ (নাকি কাস্টোমার) হারিয়ে তারা ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ হবে তা তারা কখনই করবে না।

আবার অধিকাংশ ট্রেনিং সেন্টারই ‘ক্যারিয়ার’ গড়ে তোলার নাম করে কিছু প্রোগ্রামিং, কিছু ওয়েব ডিজাইনিং, কিছু নেটওয়ার্কিং এবং ডাটাবেজের যে জগাখিচুড়ি পড়াচ্ছে তাতে যেমন নেই কোন নির্ধারিত মানদন্ড তেমনি যেসব ইন্সট্রাক্টর বা ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এখানে ট্রেনিং দিচ্ছে তাদের নেই কোন যোগ্যতার সনদ। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ক্লাস নিতে এসেছে এমন একজন ইন্সট্রাক্টরকে মাত্র গত মাসেই ঐ ট্রেনিং সেন্টার ঐ বিষয়ের উপর ট্রেনিং করিয়ে এনেছে। অতএব, ঘটনা দাঁড়াচ্ছে শিক্ষকের জ্ঞান ছাত্রদের তুলনায় মাত্র কয়েকদিনের বেশি।

আর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই যে স্ট্যান্ডার্ডের নিচে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কেননা, এসব ট্রেনিং সেন্টারে মূলত তারাই ভর্তি হয়, যারা কোন বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ডিগ্রী কলেজেও ভর্তি হতে পারেনি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে ব্যতিক্রমকে কখনও নিয়ম হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

ফলে এসব ট্রেনিং সেন্টার থেকে যারা শুরুতে পাস করে বেরিয়েছিল তাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারগুলো চাকরি দিতে পারলেও মূলত প্রায় অযোগ্য সেসব সার্টিফিকেটধারীদের বাস্তব কাজে নিজেদের অযোগ্যতা প্রকাশিত হবার কারণে এখন তার সেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। আর ট্রেনিং সেন্টারগুলো প্রাথমিক কিছু ছাত্র পাঠিয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠানের বিরাগভাজন হওয়ায় তারাও বাতিল করেছে ট্রেনিং সেন্টারের সাথে পূর্বের সেসব চুক্তি। ফলে কুফল ভোগ করছে বর্তমানের শিক্ষার্থীরা।

আর সে কারণেই এখন অনেক ট্রেনিং সেন্টারই তাদের ছাত্র হারিয়েছে। আরো সোজা কথায় ব্যবসা হারিয়েছে। আর এক থার সত্যতা অচিরেই দেখা যাবে- যখন বেশ কয়েকটি নামকরা ট্রেনিং সেন্টার তাদের কার্যক্রম বন্ধ করবে কিংবা দেশী সেসব প্রতিষ্ঠান তাদের ফ্রেঞ্চাইজ হিসেবে এনেছে তাদের হাত বদল হবে।

❑ মোঃ মারুফ হোসেন